

আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৫

(১)তারা লোক পার হয়ে গেরাসেনিদের এলাকায় গেলেন। (২)তিনি নৌকা থেকে নামার সাথে সাথেই ভূতে পাওয়া এক লোক গোরস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর সামনে এলো। (৩)লোকটি গোরস্থানেই থাকতো এবং কেউ তাকে শেকল দিয়েও বেঁধে রাখতে পারতো না। (৪)তাকে প্রায়ই শেকল ও বেড়ি দিয়ে বাঁধা হতো কিন্তু সে শেকল ছিঁড়ে ফেলতো এবং বেড়ি ভেঙে ফেলতো। তাকে সামলানোর ক্ষমতা কারো ছিলো না। (৫)সে রাতদিন কবরে কবরে ও পাহাড়ে পাহাড়ে চিৎকার করে বেড়াতো এবং পাথর দিয়ে নিজেই নিজেকে আঘাত করতো।

(৬)হযরত ইসা আ.-কে দূর থেকে দেখে সে দৌঁড়ে এসে তাঁর পায়ের ওপর উবুড় হয়ে পড়লো আর চিৎকার করে বললো, (৭)“হে ইসা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন! আমার সাথে আপনার কী? আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে কষ্ট দেবেন না।”

(৮)সে একথা বললো, কারণ তিনি তাকে বলেছিলেন, “ভূত, এই লোকটির ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও!” (৯)অতঃপর হযরত ইসা আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার নাম কী?” (১০)সে বললো, “আমার নাম ‘বাহিনী’, কারণ আমরা অনেকে আছি।” এরপর সে তাঁকে বারবার কাকুতি-মিনতি করে বললো, যেনো তিনি ওই এলাকা থেকে তাদের তাড়িয়ে না দেন।

(১১)ওই সময় সেই জায়গায় পাহাড়ের গায়ে খুব বড়ো একপাল শূকর চরছিলো।

(১২)ভূতেরা তাঁকে কাকুতি-মিনতি করে বললো, “ওই শূকরপালের মধ্যে আমাদের পাঠিয়ে দিন, যেনো আমরা ওদের ভেতর ঢুকতে পারি।” (১৩)সুতরাং তিনি তাদের অনুমতি দিলেন এবং ভূতেরা বের হয়ে শূকরগুলোর মধ্যে ঢুকে গেলো। এতে সমস্ত শূকর ঢালু পাড় দিয়ে জোরে দৌঁড়ে গিয়ে লেকে পড়ে ডুবে মরলো। সেই পালে প্রায় দু’হাজার শূকর ছিলো।

(১৪)যারা শূকর চরাচ্ছিলো, তারা তখন দৌঁড়ে গিয়ে গ্রামে এবং খামারগুলোয় এ-খবর দিলো। তখন লোকেরা কী হয়েছে তা দেখতে এলো।

(১৫)তারা হযরত ইসা আ.-র কাছে এসে দেখলো, যে-লোকটিকে অনেকগুলো ভূতে পেয়েছিলো, সে কাপড়-চোপড় পরে সুস্থ মনে বসে আছে। এটি দেখে তারা ভয় পেলো।

(১৬)এ-ঘটনা যারা দেখেছিলো, তারা সেই ভূতে পাওয়া লোকটির ও সেই শূকরগুলোর বিষয়ে লোকদের জানালো। ১৭অতঃপর তারা হযরত ইসা আ.-কে অনুরোধ করতে লাগলো, যেনো তিনি তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান।

(১৮)তিনি যখন নৌকায় উঠছিলেন, যাকে ভূতে পেয়েছিলো, সেই লোকটি তখন তাঁর সাথে যাবার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। (১৯)কিন্তু হযরত ইসা আ. তাকে একথা বলে বিদায় করলেন, “তুমি তোমার বাড়িতে আপনজনদের কাছে ফিরে যাও এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার জন্য যে-মহৎ কাজ ও তোমার প্রতি যে-রহমত করেছেন তা তাদের জানাও।” (২০)সে তখন চলে গেলো এবং হযরত ইসা আ. তার জন্য যা-কিছু করেছেন তা দিকাপলি এলাকায় বলে বেড়াতে লাগলো। এতে সকলে আশ্চর্য হলো।

(২১)হযরত ইসা আ. যখন নৌকায় করে আবার লেকের অন্য পাড়ে গেলেন, তখন অনেক লোক এসে তাঁর চারপাশে ভিড় করলো। তিনি তখনো লেকের পাড়ে ছিলেন। (২২)সেই সময় জায়ির নামে সিনাগোগের এক নেতা সেখানে এলেন। তাঁকে দেখে তিনি তাঁর পায়ের ওপর উবুড় হয়ে পড়লেন এবং (২৩)অনেক কাকুতি-মিনতি করে বললেন, “আমার মেয়েটি মারা যাবার মতো হয়েছে। আপনি এসে তার ওপর আপনার হাত রাখুন, তাহলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে এবং বাঁচবে।”

(২৪)সুতরাং তিনি তার সাথে চললেন। অনেক লোক তাঁর সাথে সাথে যাচ্ছিলো এবং তাঁর চারপাশে ঠেলাঠেলি করছিলো। (২৫)সেই ভিড়ের মধ্যে এক মহিলা ছিলো, যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে ভুগছিলো। (২৬)অনেক ডাক্তারের হাতে সে অনেক কষ্ট পেয়েছিলো আর তার যা-কিছু ছিলো, সবই সে খরচ করেছিলো; কিন্তু ভালো হওয়ার বদলে দিন দিন তার অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছিলো।

(২৭)হযরত ইসা আ. এর বিষয়ে শুনে সে ভিড়ের মধ্যেই তাঁর ঠিক পেছনে এসে তাঁর চাদরটি ছুলো। (২৮)কারণ সে বলছিলো, “যদি আমি তাঁর চাদরও ছুঁতে পারি, তাহলেই আমি সুস্থ হয়ে যাবো।” (২৯)সাথে সাথেই তার রক্তস্রাব বন্ধ হলো এবং সে তার নিজের শরীরের মধ্যেই বুঝতে পারলো যে, তার অসুখ ভালো হয়ে গেছে।

(৩০)হযরত ইসা আ. তখনই বুঝলেন যে, তাঁর ভেতর থেকে শক্তি বের হয়েছে। সুতরাং তিনি ভিড়ের চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কে আমার চাদর ছুলো?”

(৩১)তাঁর হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, “আপনি তো দেখছেন, লোকেরা আপনার চারপাশে ঠেলাঠেলি করছে, তবুও আপনি বলছেন, ‘কে আমাকে ছুলো?’” (৩২)একাজ কে করেছে তা দেখার জন্য তবুও তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন। (৩৩)সেই মহিলা তার যা হয়েছে তা বুঝতে পেরে কাঁপতে কাঁপতে এসে তাঁর পায়ের পড়লো এবং সমস্ত সত্য ঘটনা জানালো। (৩৪)তিনি তাকে বললেন, “শোনো মা, তোমার ইমান তোমাকে সুস্থ করেছে, শান্তিতে চলে যাও এবং এই রোগ থেকে মুক্ত থাকো।”

(৩৫)তখনো তিনি কথা বলছেন, এমন সময় সেই নেতার বাড়ি থেকে লোকেরা এসে বললো, “আপনার মেয়েটি মারা গেছে। হুজুরকে আর কেনো কষ্ট দিচ্ছেন?” (৩৬)তাদের কথা শুনে হযরত ইসা আ. সিনাগোগের নেতাকে বললেন, “ভয় করো না, কেবল বিশ্বাস করো।” (৩৭)তিনি কেবল হযরত পিতর রা., হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইয়াকুব রা.-র ভাই হযরত ইউহোন্না রা.কে তাঁর সাথে নিলেন। অতঃপর সিনাগোগের নেতার বাড়িতে এসে তিনি দেখলেন, খুব কোলাহল হচ্ছে। (৩৮)লোকেরা জোরে জোরে কান্নাকাটি ও মাতম করছে।

(৩৯)ভেতরে গিয়ে তিনি তাদের বললেন, “তোমরা কেনো কোলাহল ও কান্নাকাটি করছো? মেয়েটি মরেনি, ঘুমাচ্ছে।” (৪০)একথা শুনে তারা হাসাহাসি করতে লাগলো। তিনি তাদের সবাইকে বের করে দিলেন এবং মেয়েটির বাবা-মা ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মেয়েটির ঘরে ঢুকলেন। (৪১)তিনি তার হাত ধরে বললেন, “টালিখা কুম!” অর্থাৎ “খুকি, ওঠো!” (৪২)আর তখনই মেয়েটি উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগলো। এতে সবাই খুবই আশ্চর্য হলো। মেয়েটির বয়স ছিলো বারো বছর। (৪৩)তিনি তাদের কড়া হুকুম দিলেন, কেউ যেনো এটি না জানে এবং মেয়েটিকে কিছু খেতে দিতে বললেন।